15-12-36

শ্রীভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের!

নবতম অবদান

বাঙ্গালী

তৎসহ

কৌতুক চিত্র

বেজায় রগড়

HARU.

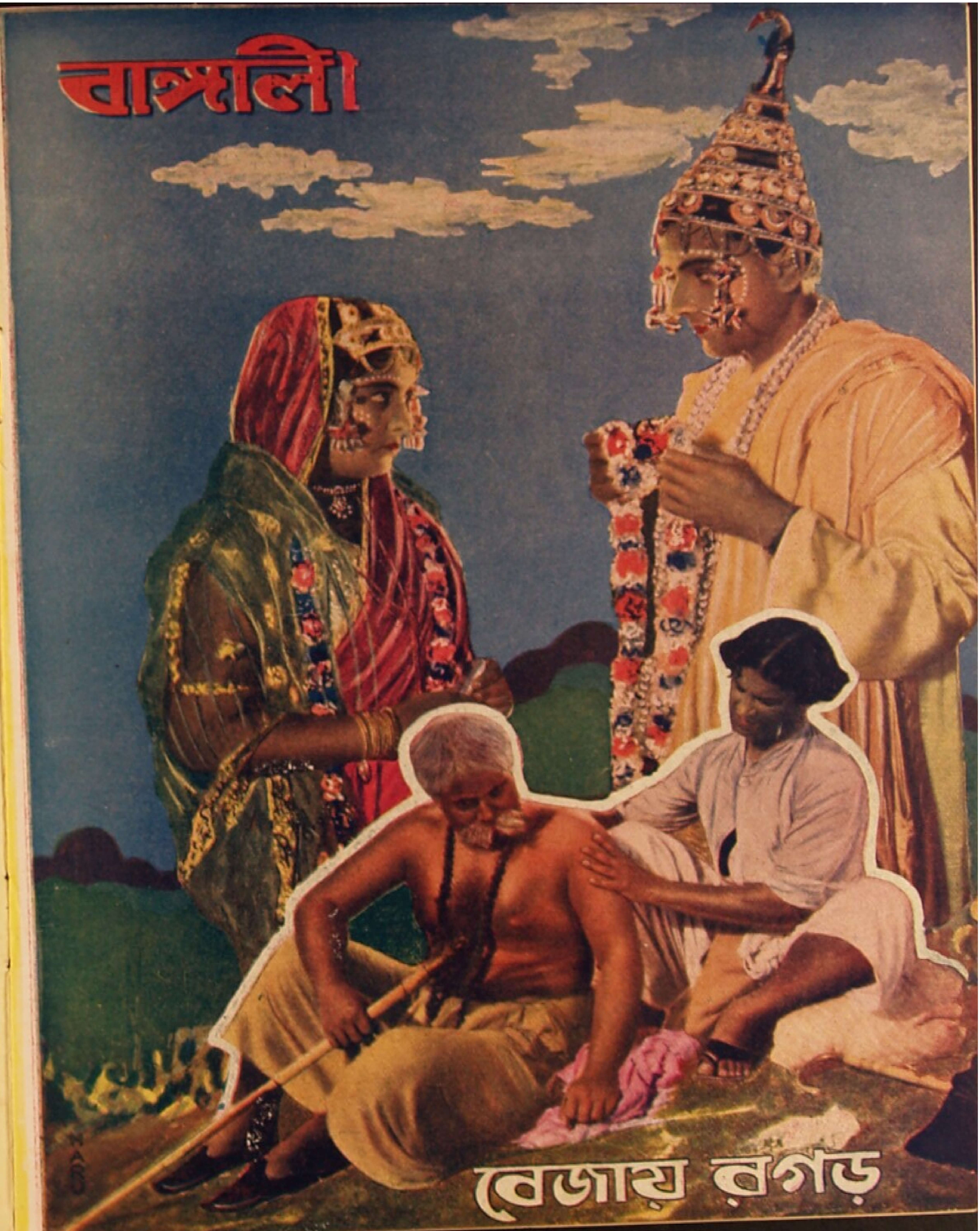
বাঙ্গালী
বেজায় রগড়

ছবির অন্তরালে

প্রযোজক
শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

*

কথা ও কাহিনী
নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো

*

পরিচালক
চারু রায়

*

প্রধান যন্ত্রশিল্পী
চার্ল স্ ক্রীড

*

আলোকচিত্র-শিল্পী
বিভূতি দাস

*

শব্দ-যন্ত্রী—এ, গফুর

*

রসায়নাগারাধ্যক্ষ
জগৎ রায়চৌধুরী ও
পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়

*

সুরশিল্পী
তুলসী লাহিড়ি

*

প্রচার-সম্পাদক
কবিবর গুলাব ও হেমন্ত গুপ্ত

*

চিত্র সম্পাদক
শ্যাম দাস ও সুকুমার

*

সহকারী পরিচালক
নির্ম্মল তালুকদার

*

সহকারী আলোকচিত্রশিল্পী
জগদীশ ও বঙ্কু রায়

*

সহকারী শব্দযন্ত্রী
ইয়াসিন্ ও সুরজ্ লাটিয়া

*

স্থির চিত্রশিল্পী
দীনেশ দাস

নিশীথ ও ফ্লোরা
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য—চারুবালা

ছবির পর্দ্দায়

দীনদাস
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

*

সুখদাস
নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

*

রামলোচন
তুলসী লাহিড়ী

*

নিশীথ
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

*

কিরণ
শরৎ চট্টোপাধ্যায়

*

বিধু
সুবোধ মুখোপাধ্যায় (এঃ)

*

সিন্ধু
মণি ঘোষ

*

যাদব
হরিদাস বন্দ্যো (হরবোলা)

*

মাধব
সমর রায় (এঃ)

*

কেষ্ট
ভানু রায় (এঃ)

*

সুবোধ
কার্ত্তিক রায়

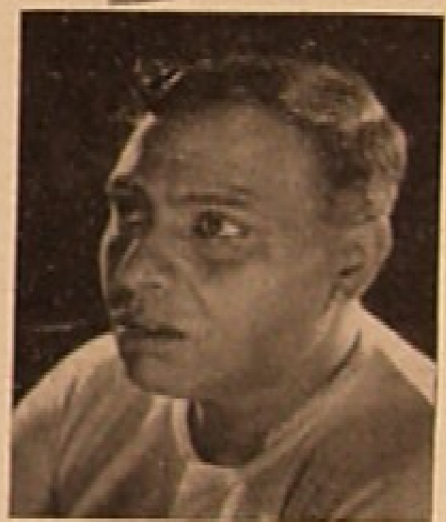

ছবির পর্দ্দায়

ললিত
শ্রীমান অনিল কুমার—

*

ওস্তাদ
মাষ্টার গামা

*

বড়গিন্নী
মনোরমা (কাপ্তেন মোনা)

*

ছোট গিন্নী—
পদ্মাবতী

*

ভিখারিণী
কমলা (ঝরিয়া)

*

পদ্মরাণী—
মীরা দত্ত

*

লবঙ্গলতা
তারা

*

ফ্লোরা
চারুবালা (চরী)

*

নিশীথের বোন
লক্ষী (চকী)

*

বাঈজী———
মালকাজান (কনিষ্ক)

———

বাঙ্গালী
বাঙ্গালী
বাঙ্গালীরই প্রতিচ্ছবি !
শ্রীভারত লক্ষ্মী পিকচার্স
HARU

বাঙ্গালী

গল্পাংশ

গরাব বাঙ্গালী যেমন হয়—ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। জীবনযাত্রার সঙ্গে মিল রেখেই যেন নামকরণ হয়েছিল দীনদাস।

সাতটি ছেলে সাতটি রত্ন—মিউজিয়মে সাজিয়ে রাখ্‌বার মত অপূর্ব্ব সামগ্রী। আর, একটী মেয়ে—পদ্মরাণী—কাঁচের মত স্বচ্ছ, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। স্ত্রী, কন্যা আর সাতটী ছেলে নিয়ে দীনদাসের সংসার। আয়ের আয়তন কিন্তু ক্ষুদ্র। কাজেই কোনও রকমে দিন কাটে।

সুখদাস দীনদাসের ভাই। স্ত্রী, একমাত্র ছেলে কিরণ, আর পুত্রবধু লবঙ্গলতা—এই নিয়ে সুখদাসের ছোট সংসার ; সহজভাবে সংসার চালিয়ে উদ্বৃত্ত জমে তাইতে চলে বড়লোকী।

পদ্ম পূর্ণিমার চাঁদের মত বেড়ে ওঠে—কৈশোরের সীমা অতিক্রম করে যৌবনে করে পদার্পণ। দীনদাস গম্ভীর হ'য়ে ওঠেন, বড় গিন্নীর রাত্রিতে ঘুম হয় না। এই সময়ে ধনী ব্যারিষ্টার জে. এন, ব্যানার্জ্জির ছেলে নিশীথের সঙ্গে দীনদাসের পরিবারের পরিচয় হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ। দীনদাস—বড় গিন্নীর মনে জাগে একটা ক্ষীণ আশা।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

বাঙ্গালী

গল্পাংশ

এই আশার ক্ষীণ রশ্মিটুকু সাতটী রত্ন ঝোড়ো হাওয়ায় নিভিয়ে দিতে উদ্যত হয়।

সুখদাসের এক মামাশ্বশুর রামলোচন—অবস্থা 'অত্র ভক্ষঃ ধনুর্গুণঃ" জামাই অর্থাৎ সুখদাসের বড়ো গাছে ভেলা বেঁধে তাঁর সংসারেই কায়েমী ভাবে চেপে বসেন। ভাগ্নী সুখদাসের স্ত্রী ছোট গিন্নীকে দু'বেলা বলেন, "তোমরা চেষ্টা করলে আমার কেন আমার বাবার শুদ্ধ বিয়ে দিতে প্যারো।"

দীনদাস বেশ মোটা রকমের একটা টাকা ধারেন ভাই সুখদাসের কাছে, বাড়িটাও বন্ধক আছে তাঁরই কাছে। পদ্মরাণী দেখতে শুনতেও বেশ। ছোট গিন্নী মামার বিয়ে স্থির করেন পদ্মর সঙ্গে। জ্যেঠ্‌তো বোনের সঙ্গে রামলোচনের বিয়েতে কিরণ হ'য়ে ওঠে প্রধান উদ্যোগী। কারণ, লোচন ঠাকুর্দ্দা হাতে থাকলে জাহান্নামের পথে একটা ভাল পথ-প্রদর্শক পাওয়া যাবে। রামলোচনের নাকি ওদিকে বেশ জান্-পছানা আছে। রামলোচন কিরণের চেষ্টায় পদ্মর অপোগণ্ড ভায়েদের হাতে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে ওদের মত কিনে নেন। পদ্মর ভায়েরা বাপ-মায়ের অমতেই বোনটীকে গঙ্গাযাত্রী বুড়ো রামলোচনের হাতে তুলে দেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

গল্পাংশ

পদ্মর বিয়ে হয়, তবে, বর রামলোচন নয় নিশীথ। দীনদাস আর বড় গিন্নীর আশার প্রদীপ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

আকাশে কাল বৈশাখীর মেঘ হয়ে ওঠে নিবিড়।

পতিতা ফ্লোরার নেশায় দীনদাসের রোজকেরে বড়ো ছেলে বিধু হয়ে ওঠে উন্মাদ। কিন্তু, প্রেম বিক্রী হয়ে চড়া দামে। ফ্লোরার প্রেম নীলামে চড়ে। সুখদাসের বিলাসী ছেলে চড়া দামেই কিনতে ছোটে।

ফ্লোরার:ঘরে প্রবেশ করেই কিরণ ভয়ে, বিস্ময়ে সাত হাত পেছিয়ে আসে।

পুলিশের হাতে কিরণকে করতে হয় আত্ম সমর্পণ। ছেলেকে বাঁচাতে সুখদাস মরিয়া হয়ে ওঠেন। তারপর কি মর্ম্মন্তুদ ঘটনার ভেতর দিয়ে বাঙ্গালী দীনদাসের জীবননাট্যের: হয় যবনিকাপাত, তা জানতে হলে দেখবেন—

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের

"বাঙ্গালী"

গান

বঙ্গ আমার! জননি আমার!
ধাত্রি আমার! আমার দেশ!
কেন গো মা তোর মলিন বয়ান?
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন গো মা তোর ধুলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে
—আমার দেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ?
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন—আমার দেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন—আমার দেশ!

(১)

আমায় সোনার খাঁচাতে বেঁধেছি পাখীরে
ললাটের লিখে দিয়েছে হায়
(আমার) খেটে খেটে খেটে বক্ষ গেল ফেটে
তথাপি এ ছার খাটা না ফুরায়!
(আমার) আলস্য অসুখ রোগ কিছু নাই—
বিধাতার জোয়াল এ কাঁধে আমাই
আঁখি ধারা ঝরে বুকে এক করে
বয়ে চলে বোঝা তুলি মাথায়।

(২)

যদি দুঃখ দাও কে কে জনমে—
যার কপালে নাই সুখ বিধাতা বৈমুখ
দুঃখের উপর দুঃখ দাও সে তারে।
বাণিজ্য করিতে গেলাম দূর দেশে
সোনা রূপা যত কিনলাম বেচে যবে
কপালের দোষে তামা হয়ে গেল—
হীরের বদলে কিনি জিরে।
জলে যার বাঁধিলে তাকে লাগে আগুন—
সোনার কোঠা বাড়ী কোটে উঠিল ঘুণ
যার কপালে যখন লাগিয়ে দাও আগুন—
এ তার সোনার কড়ি ধুলো হয়।

(৩)

(এমন) কাঙালী করিয়ে বাঙালীরে কেন
লিখিলে বিধি একি লিপি তোমার ?
(কেবল) পরমুখ চেয়ে পরপানে ধায়—
পরভূষা ভাবে জীবনের সার।
শাস্ত্র পর পর করিতে সেজন
পরবাস হবে সদা আকিঞ্চন—
সুখ আশায় সেই বিসর্জন
মনে ভাবি সর্বনাশা তার।

(৪)

ঘুম ভুলি আজ দুলদুলি কোন বুলবুলি—
দুলিয়ে দিল মম চয়নের ফুল তুলি—
ঘুম পাখী ঐ আজব পাখী
না হক সরাগে বিলায় নাকি—
মঞ্জনা দিল দুলায়ে আজি
আঙ্গাসারি ফুল ঝুলি।

(৫)

কত না কথা ছিল বলিতে
কত আঁখি জল ছিল আঁখিতে।
ভালবেসে কাছে এসে
ভুলায়ে দিলে সবই চকিতে।
মেঘের কোলে উঠিল ভাসি
ইন্দ্রধনু সজল হাসি—
ওগো নিরদয় সপিছু-জলদ
মানি পরাজয় এসে জিনিতে।

(৬)

মম মন না মানা মানে
আঁখি কি যাদু জানে
ও কী নাহে ছায়া মরীচিকা মায়া—
টানে মরণ পানে—
কাজল মাখা ও আঁখি
দিল মাখান তীর ছুটি
বুক বেঁধা মোর মনের হরিণ
মরণ পানে যায় ছুটি,
অবুঝ পরাণ তবু যে হায়
ছবির মালায় মালায় তায় চেকে চায়—
নয়ন পরে রাখি নয়ন
জাগি চরণে লুটি।

(৭)

ওগো ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও গো পুরবাসী
তোমাদেরই ভাই-ভগিনী আছে যেথা উপবাসী।
আজ কোটি কোটি ছেলে মেয়ে, খিদের জ্বালায় কেঁদে সারা
নিরুপায় মা প্রাণ তাদের শুধু চক্ষে বহে ধারা।
তোমরা দিয়ে যাও মুষ্টি ভিক্ষা কর তাদের জীবন রক্ষা
একটী জীব বাঁচা যখন পেলো (তাদের) ফুটবে শীর্ণ মুখে হাসি
দাও—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও গো দেশবাসী।

(৮)

আজিকে বাঁধন হারা
আমার গানের পাখী
অকারণে ওঠে ডাকি থাকি থাকি
কোন সে সুদূর দেশে
মন তার চলে ভেসে
স্বপনের সাথী এসে
তাহারে ডাকিল নাকি
(তাই) অকারণে ওঠে ডাকি থাকি থাকি
যে কাঁদন তার গুমরে হিয়ার তলে
প্রকাশিতে চাহে আজি সে সুরের ছলে
সাথী হারা কাঁদে একা
মেলিবারে নারে অবশ ও দুটী পাখা
শুধু মিছে চেয়ে থাকা
দূর পানে রাখি আঁখি
মিছে তারে ডাকা ডাকি—থাকি—থাকি"

(৯)

আমার ভাঙ্গা ঘরের আঙ্গনে নাথ
আসবে তুমি জানি
যতনে তাই বিছিয়ে রাখি
ব্যথার আসন খানি
গাঁথিয়ে হার নয়ন জলে
দুলিয়ে দেব তোমার গলে
ভুলিয়ে দিও কয়ে কানে
সোহাগ মাখা বাণী"

বেজায় রগড়

ছবির অন্তরালে

কাহিনী : নাট্যকার ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়.
পরিচালক : তুলসী লাহিড়ি
আলোকচিত্র শিল্পী : বিভূতি দাস
শব্দ-যন্ত্রী : গফুর
রসায়ণাগারাধ্যক্ষ : জগৎ রায় চৌধুরী ও পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়
চিত্র-সম্পাদক : শ্যাম দাস ও সুকুমার

ছবির পর্দ্দায়

মামা	:	তুলসী লাহিড়ি
পদ্মলোচন	:	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
বাঙ্গাল জমিদার	:	সত্য মুখার্জ্জি
জমিদারের ছেলে	:	মাষ্টার সতু
ঠান্‌দি	:	হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
মামী	:	উষাবতী (পটল)
ঝি	:	গিরিবালা (বুড়ি)
জমিদার পত্নী	:	রেণু

—প্রভৃতি—

বেজায় রগড়

—গল্পাংশ—

যেমন কংস মামা তেমনি কানায়ে ভাগ্নে ! মামা আর ভাগ্নে পদ্মলোচন কোল্‌কাতায় এসেছে গ্রহণের স্নান কর্‌তে। ঘরাঘরি দান-ধ্যান করে বেচারীরা ত খানিকটা পূণ্যি সঞ্চয় করে ফেল্‌লে। মামা কিছু সন্দেশ এনেছিল একটা হাঁড়িতে—পাছে ভাগ্নে হাঁড়িটা শেষ ক'রে, মামা বল্‌লে, হাঁড়ির ভেতর সাপ আছে, খুলিস্‌নি। বলে, মামা চান্ করতে নাম্‌ল। ভাগ্নে হাঁড়ি শেষ করে ফেল্‌লে। মামা গেল চটে, কিন্তু, ভাঙ্গ্‌লে না। ভাগ্নেকে বেশ রীতিমত বোকা বুঝিয়ে এক বাঙ্গাল জমিদারের কাছে তাকে বিক্রী করে গা ঢাকা দিলে। ভাগ্নে ত অবাক্।

কি আর করে, বেচারী চোক কান বুঝে নোনা মাছ আর শুগলীর ঝোল রাঁধে। শুধু কি তাই, গাঁটের কড়ি খরচ করে চাকর রেখেছে জমিদার, বেচারিকে দিয়ে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত করিয়ে নেয়। উপায়ান্তর না দেখে পদ্মলোচন অনেক মাথা ঘামিয়ে এক মৎলব ঠাওরালে ; রান্নার ফাঁকে বাইরে বেরিয়ে চীৎকার করে নেমাজ পড়্‌তে আরম্ভ করে দিলে।

বাড়ি শুদ্ধ লোক প্রমাদ গণ্‌লে---জাত যায় ! বাঙ্গাল জমিদারের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ কিছু আদায় করে পদ্মলোচন বেচারীর জাত বাঁচালে।

ওদিকে গরু বেচা কড়ি—মানে ভাগ্নে বেচা টাকা পকেটমারের হাতে তুলে দিয়ে মামা হ'য়ে পড়্‌ল নিঃসম্বল।

অগত্যা, দেশে ফিরে গেল। গিয়ে দেখে ভাগ্নে পদ্মলোচন দিব্যি ঘটা করে মামার শ্রাদ্ধ সুরু করে দিয়েছে। স্ত্রীর হাত খালি, বিধবার বেশ—বেচারীর যেমন রাগ হ'ল, কান্নাও পেতে লাগ্‌ল তেমনি। কিন্তু, আর এক ফ্যাসাদ। পদ্মলোচন বল্‌লে—ও মামা নয়, মামার ভূত !

শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপার কি দাঁড়াল, "বেজায় রগড়" দেখলে হাসি চেপে কখনই থাক্‌তে পারবেন না। তবে ভাগ্নে পদ্মলোচন যা কর্‌লে, তাকে বলা যায়

"বেজায় রগড়"

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

PRINTED & ENGRAVED BY AMIYA DEY AT MULTI-COLUR PRINTING & PROCESS WORKS. 6, SOOTERKINST CALCUTTA.
Sole Selling Agent B. Nan.

FULL LIST OF PICTURES

1.	Insaf-ki-Tope	(Hindi-Urdu)
2.	Bhakt-ke-Bhagwan	"
3.	Ramayan	"
4.	Chatra-Bakawali	"
5.	Pati Bhakti or Pabitra Lilawati	"
6.	Kunwari or Vidhwa	"
7.	Dil-ki-Pyas	"
8.	Balidan	"
9.	Daku-ka-Ladka	"
10.	Diljani or Mastana	"
11.	Chand Sadagar	(Bengali)
12.	Krishna Kanto's Will	"
13,	Kalank Bhanjan	"
14.	Bangalee	"
15.	Bejaya-Ragarh	"
16.	Ekti-Katha	"
17.	Dholak the Dholki	(Punjabi)
18.	Sati Sakkubai	(Telugu)
19.	Sati Sulochana	(Tamil)
20.	Ghanchakker	(Urdu Comedy)
21.	Shaikh Chilli	"
22.	Nautanki Puranmall	(Hindi)

and short reels of Shaila's Dance and Songs,
Mukhtar Begum's Songs, Toffai Idd, etc., etc.

FORTHCOMING ATTRACTION

ALIBABA

আলি বাবা